D-MIN
chelated

ডি-মিন

উপাদানঃ

ক্যালসিয়াম ৪০%, ফসফরাস ১৬.৫%, আয়রন ০.৫%, আয়োডিন ০.১%, কপার ০.৫%, কোবাল্ট ০.০২%, জিঙ্ক ০.২%, ম্যাগনেসিয়াম ০.২%, বায়োটিন ৫০০ মি.গ্রা. ভিটামিন এ ৮০০০০০ আই.ইউ, ভিটামিন ডি৩ ১০০০০০ আই.ইউ, ভিটামিন ই ৮০০ মি.গ্রা, নিয়াসিনামাইড ১%, এল লাইমিন মনো হাইড্রোক্লোরাইড ৪৪%, ডি এল মিথিওনিন ০.২%, স্যাকারোমাইসিস সেরিভিসি ২৫০ বিলিয়ন সি এফ ইউ (প্রোপাইনিব্যাক্টেরিয়াম, ল্যাক্টোব্যাসিলাস, এনজাইমস এবং হার্বস)

ডি-মিন এর বিশেষত্বঃ

- ডায়াটারি ক্যাটআয়োনিক অ্যানআয়োনিক ডিফারেন্স (ডিকেড), যা গবাদিপশুর গর্ভকালীন ও প্রসবকালীন সময়ের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ন। ডিমিন প্রয়োজন বাছুর জন্মানোর পূর্বে আর গাভীর প্রসবকালীন সময়ের সকল জটিলতা দূর করার জন্যে।
- ডিমিন রক্তে অল্ল -ক্ষারের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রন করে, যা গর্ভবতী গাভীর বাছুর জন্মানোর সময় অত্যন্ত জরুরি। গর্ভাবস্থায় রক্তে H+ বেশি থাকে তাই এসিডিটির পরিমানও বেশি হয়। তাই রক্তের H+ নিয়ন্ত্রনে নিয়ে আসা খুবই জরুরী, তাছাড়া প্রসবকালীন সময়ে বিভিন্ন ধরনের জটিলতাও দেখা দিতে পারে।
- গর্ভাবস্থায় ফসফরাসের অভাবে গাভীর শরীরের নেগেটিভ এনার্জি ব্যালান্স সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রন না হলে বাছুর জন্মানোর সময়ে মাসেল কন্ট্রাকশন ও রিলাক্সেশনে ব্যাঘাত ঘটতে পারে। তাই প্রসবকালীন সময়ের আগে ডিমিন খাওয়ানো অত্যন্ত জরুরী যা সুস্থ স্বাভাবিক ভাবে বাছুর জন্মাতে গাভীকে সাহায্য করে।
- ম্যাগনেসিয়ামও গর্ভাবস্থায় গাভীর শরীরের বাফার মেইনটেইন করতে সাহায্য করে, যা পেরিপারটাম চেলেন্জ কে সুন্দরভাবে নিয়ন্ত্রন করে।

ট্রেস মিনারেল সমূহের কাজঃ

- গর্ভাবস্থায় সঠিকভাবে পর্যাপ্ত পরিমানে সব ধরনের ট্রেস মিনারেল ও ভিটামিনের সরবরাহ খুবই গুরুত্বপূর্ন। বিভিন্ন ধরনের ট্রেস মিনারেল যেমন কপারের অভাবে ফিমেল রি -প্রোডাক্টিভ সিস্টেম ব্যহত হয় ফলশ্রুতিতে প্রি -নেটাল মর্টালিটি, এমব্রায়োনিক লস হয়।
- কোবাল্টর অভাবে সাধারণত এস্ট্রাস সাইকেল ব্যহত হয় আর ফলশ্রুতিতে কনসেপশন রেট কমে গিয়ে প্রোডাকশন লস হয়।
- আয়োডিনের অভাবে থাইরয়েডের কার্যকারিতা ব্যহত হয়. ফলশ্রুতিতে এবরশন হয় গর্ভবতী গাভীতে।
- জিঙ্কের অভাবে গ্রোথ ও স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটার সাথে ইনফার্টিলিটি, রিপিট ব্রিডিং এসব দেখা দেয়।
- রিপিড ব্রিডিং কমাতে ট্রেস মিনারেল, যেমন: আয়রন, ম্যাঙ্গানিজ, কপার, জিঙ্ক এর সমন্বয় দ্রুত সরবরাহ করা প্রয়োজন। ভিটামিন এ ডি৩ সবধরনেরই রিপ্রোডাক্টিড ঘাটতি পূরনে সহায়তা করে।
- বাছুর জন্মানোর ১৫ দিন আগে থেকে শুরু করে ১৫ দিন পরে পর্যন্ত ডি- মিন খাওয়ানো অত্যন্ত জরুরী যা গর্ভবতী গবাদিপশুর সব ধরনের ভিটামিন মিনারেলের ঘাটতি পূরন করে পর্যাপ্ত পরিমানে দুধ উৎপাদন করার সাথে গাভীক দ্রুত হিটে নিয়ে আসতে সহায়তা করবে।

ব্যবহারক্ষেত্রঃ

- গবাদিপশুর নিরাপদ প্রসব নিশ্চিত করতে
- অ্যানেস্ট্রাস ও রিপিট ব্রিডিং এর চিকিৎসায়
- এমব্রায়োনিক ডেথ প্রতিরোধে।
- গবাদিপশুকে দ্রুত হিটে নিয়ে আসতে সহায়তা করে।
- কনসেপশন রেট বৃদ্ধিতে।
- ইনফার্টিলিটি প্রতিরোধে

“গর্ভকালীন জটিলতা দূর করে নিরাপদ প্রসব নিশ্চিত করে”

মাত্রা ও প্রয়োগঃ গরু/মহিষঃ ৫০ গ্রাম/দিন
বাছুর, ছাগল, ভেড়াঃ ২৫-৩০ গ্রাম/ দিন মাছঃ ১০০ কেজি খাবারের সাথে ১ কেজি মিশিয়ে খাওয়াতে হবে।
সরবরাহঃ ১ কেজি